তারিখ ...... 18 APR 2017
পৃঃ ২০ কলাম ১ ......

যুগান্তর

আগের পথেই এনসিটিবি

মুসতাক আহমদ

আগের পথেই হাঁটছে জাতীয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)। আগামী শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যপুস্তকের ভুল-ত্রুটি পরিমার্জন ও সংশোধনে সংস্থাটি বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকের তালিকা করেছে। নিয়োগ দিয়েছে গবেষক এবং সম্পাদকও। কিন্তু তালিকাভুক্ত শিক্ষকদের যাকে যে বিষয়ের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তারা অনেকেই সে বিষয়ে লেখাপড়া করেননি। যেমন- মুসলমান শিক্ষককে করা হয়েছে হিন্দু ও খ্রিস্টান ধর্ম বিষয়ের বিশেষজ্ঞ। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষককে করা হয়েছে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি বইয়ের বিশেষজ্ঞ। অর্থনীতির শিক্ষককে দেয়া হয়েছে বাংলার দায়িত্ব। দর্শনের শিক্ষক পেয়েছেন ইংরেজির দায়িত্ব। গণিত আর পদার্থ বিজ্ঞান ছাড়া আর সব বিষয়ের ক্ষেত্রেই এমনটি করা হয়েছে। আর এ কারণে আবারও পাঠ্যবইয়ে ভুলের পুনরাবৃত্তির আশঙ্কা রয়েছে।

» এক বিষয়ের দায়িত্ব অন্য বিষয়ের শিক্ষকের হাতে

» তদন্ত কমিটির সুপারিশ উপেক্ষিত

» ভুলের পুনরাবৃত্তির শঙ্কা

এ বিষয়ে জানতে চাইলে এনসিটিবির চেয়ারম্যান অধ্যাপক নারায়ণ চন্দ্র সাহা যুগান্তরকে বলেন, 'এখানে বিষয়ভিত্তিক কোনো নিয়োগ হয় না। তাই একটু এদিক-সেদিক হবেই। যদি মন্ত্রণালয় বিষয়ভিত্তিক নিয়োগ দেয়, তাহলে আর এ সমস্যা থাকবে না।'

এনসিটিবি সূত্র জানায়, আগামী বছরের পাঠ্যপুস্তক ছাপাতে গত ডিসেম্বরে কর্মকর্তাদের বিভিন্ন দায়িত্ব বণ্টন করে আদেশ জারি করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, আগামী শিক্ষাবর্ষের জন্য সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা নতুন পাঠ্যপুস্তক তৈরির কাজ তদারকি করবেন। বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞরা নিজ দায়িত্বে পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করবেন। পাঠ্যপুস্তকের কারিকুলাম পরিমার্জন, তত্ত্ব ও তথ্যগত ভুল-ত্রুটি সংশোধন, মূল ডামি, নুমনা ডামি তৈরি, সিডি সংশোধন ও সংশোধিত সিডি যাচাইকরণ, পজেটিভ তৈরির অনুমোদন, প্রুফ দেখে চূড়ান্ত মুদ্রণ আদেশ প্রদান ও মুদ্রিত পুস্তকের এনওসি দেবেন। এ কাজে মোট ৭৮ জন কর্মকর্তাকে উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, সম্পাদক, বিশেষজ্ঞ, গবেষণা কর্মকর্তা, কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। কিন্তু তাদের কারও বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান নেই।

এনসিটিবির সাবেক একাধিক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, বইয়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালনে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ করা গেলে ভালো। একান্ত তা সম্ভব না হলে পেডাগোজিতে (শিখনে তাত্ত্বিক) জ্ঞানসম্পন্নরাও বইয়ের দায়িত্ব পেলে চলে। কিন্তু যেসব শিক্ষককে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, তাদের বেশির ভাগেরই তা নেই। এমনকি পাঠ্যপুস্তকের কারিকুলাম তৈরি, পরিমার্জন ও সংশোধনের অভিজ্ঞতা নেই অধিকাংশের। ফলে চলতি শিক্ষাবর্ষের মতোই ভুলেভরা পাঠ্যপুস্তক আগামীতেও শিশুদের হাতে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

এনসিটিবির আদেশে দেখা যায়, উর্ধ্বতন ভাণ্ডার কর্মকর্তা ও দর্শন বিষয়ের শিক্ষক মো. জিয়াউল হককে একই সঙ্গে দাখিল ও মাধ্যমিকের ৯ম শ্রেণীর ক্যারিয়ার শিক্ষা বইয়ের উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। অর্থনীতির শিক্ষক মুনাব্বির হোসেনকে প্রাথমিক ও ইবতেদায়ীর ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণীর বাংলা বইয়ের উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ করা ■ পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

আগের পথেই এনসিটিবি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

হয়েছে। ইতিহাসের শিক্ষক চৌধুরী মুসাররাত হোসেন জুবেরি ৫ম শ্রেণীর বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার দায়িত্ব পেয়েছেন। রাষ্টবিজ্ঞানের শিক্ষক মেহের নিগারকে দাখিল ও মাধ্যমিকের ৭ম শ্রেণীর শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য এবং ব্যবস্থাপনার অধ্যাপক ফরহাদুল ইসলামকে মাধ্যমিকের ৯ম শ্রেণীর ব্যবসায় উদ্যোগ ও বাংলা সহপাঠের উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক পারভেজ আক্তারকে দাখিল ও মাধ্যমিকের ৮ম শ্রেণীর শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য এবং মাধ্যমিকের ৮ম শ্রেণীর আনন্দপাঠের বিশেষজ্ঞ করা হয়েছে। পদার্থ বিদ্যার মো. আবদুল মুমিন মোছাব্বিরকে দাখিল ও মাধ্যমিকের ৬ষ্ঠ শ্রেণীর গণিত এবং ৭ম শ্রেণীর বিজ্ঞান এবং ব্যবস্থাপনার শিক্ষক মোস্তফা সাইফুল আলমকে প্রাথমিক ও দাখিলের ৪র্থ শ্রেণীর বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় এবং প্রাথমিকের ৪র্থ শ্রেণীর হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার বিশেষজ্ঞ করা হয়েছে। দর্শনের অধ্যাপক নাছিমা ফেরদৌসীকে মাধ্যমিক ও দাখিলের ৭ম শ্রেণীর গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিদ্যার শিক্ষক শাহানা আহমেদকে মাধ্যমিক ও দাখিলের ৯ম শ্রেণীর জীববিজ্ঞান, দর্শনের শিক্ষক মোহাম্মদ শাহ আলমকে দাখিল ও মাধ্যমিকের ৬ষ্ঠ ও ৮ম শ্রেণীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, হিসাববিজ্ঞানের শিক্ষক মো. তৈয়বুর রহমানকে প্রাথমিক ও ইবতেদায়ী স্তরের ১ম শ্রেণীর গণিত এবং ৪র্থ শ্রেণীর ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয় গবেষণার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এভাবে প্রথম থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ের ক্ষেত্রে এমন ঘটেছে বলে জানা গেছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা যুগান্তরকে বলেন, এনসিটিবি এক বিষয়ের বিশেষজ্ঞ, গবেষক ও সম্পাদকের দায়িত্ব অন্য বিষয়ের শিক্ষককে দিয়ে ভুল করেছে। সংস্থাটি পরামর্শ গ্রহণের ক্ষেত্রেও আন্তরিক নয়। যে কারণে পরামর্শ দিয়েও কোনো লাভ হচ্ছে না। আরেক কর্মকর্তা বলেন, এনসিটিবিতে ২৪টি পদ প্রাথমিক মন্ত্রণালয়ের আছে। তাতে হাতেগোনা কয়েকজন এ মন্ত্রণালয়ের। সেখানে আমাদের বিশেষজ্ঞ নিয়োগের উদ্যোগ নিয়েও সফল হইনি।

এদিকে চলতি বছরের পাঠ্যবইয়ের বিভিন্ন ভুল-ত্রুটি নিয়ে এখনও শোরগোল চলছে। এ ঘটনায় গঠিত তদন্ত কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে ইতিমধ্যে ২ জনকে ওএসডিসহ ৬ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে শাস্তি দেয়া হয়েছে। ওই তদন্ত কমিটির নানান পর্যবেক্ষণের অন্যতম হচ্ছে— পাঠ্যবইয়ের কাজে বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ নিয়োগ না করা। তদন্ত কমিটির সদস্য মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) পরিচালক অধ্যাপক এলিয়াছ হোসেন যুগান্তরকে বলেন, 'পাঠ্যবইয়ের কাজে বিষয়ভিত্তিক হলে ভালো হয়। আমরা এনসিটিবিতে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশ করেছি।'

এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (মাধ্যমিক) ও তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক রুহী রহমান বলেন, তদন্তে আমরা দেখেছি, পাঠ্যপুস্তকের বিভিন্ন কাজ বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকদের না দেয়ায় নানান সমস্যা হচ্ছে। এ কারণে বিষয়ভিত্তিক অভিজ্ঞদের পাঠ্যপুস্তক পরিমার্জন ও সংশোধনের মতো কাজে দায়িত্ব দেয়ার সুপারিশ করেছি। প্রয়োজনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিয়ে একটি প্যানেল তৈরির সুপারিশও করেছি।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.......................
তারিখ.......................
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিস্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর